দৈনিক ইনকিলাব 038

তারিখ 08-DEC 1986
পৃষ্ঠা [illegible]

উপজেলা পরিক্রমা

হরিপুর

ঠাকুরগাঁও, ৭ ডিসেম্বর (সংবাদদাতা)।— ঠাকুরগাঁও জেলার অবহেলিত ও উপেক্ষিত সীমান্তবর্তী উপজেলা হরিপুর। ৭৭ বর্গমাইল আয়াতন বিশিষ্ট এ উপজেলার লোক সংখ্যা ৭৮ হাজার ৫শ' ৭ জন। এর মধ্যে ৩৯ হাজার ৮শ' ৭১ জন পুরুষ এবং ৩৮ হাজার ৬শ' ৩৬ জন মহিলা। এ উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে মোট ১৮৯টি গ্রাম আছে। জেলা সদর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩৬ মাইল। এ উপজেলার দক্ষিণে রানীশংকৈল ও পীরগঞ্জ উপজেলা। পূর্ব ও উত্তরে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের পশ্চিম বঙ্গ। এখানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

স্বাস্থ্য

এখানে একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ১টি পশু হাসপাতাল ছাড়াও বিভিন্ন ইউনিয়নে রয়েছে কয়েকটি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক। এগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয়। প্রয়োজনের তুলনায় ওষুধ সরবরাহ হয় খুব কম। অধিকাংশ সময়ে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বেশী মূল্য দিয়ে বাহির থেকে ওষুধ কিনতে হয়। তাছাড়া ব্যাণ্ডেজ, স্যালাইনসহ অন্যান্য তরল ওষুধের অভাব লেগেই আছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে রুগীদের খাওয়ার মান খুব নিম্ন।

কৃষি

উপজেলায় আবাদী জমির পরিমাণ ৪২ হাজার ৯৭১ একর এবং অনাবাদী পতিত জমি ২ হাজার ৮০৯ একর। উপজেলায় প্রায় শতকরা ৯০ জন কৃষক। এরা কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও উন্নয়ন গতি মন্থর। উপজেলার সকল জমি সেচের আওতায় আনা প্রয়োজন। কৃষকদের বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে এলাকায় কৃষিতে আশানুরূপ ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না।

শিক্ষা

উপজেলায় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৬টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪টি, কলেজ ১টি। ৮টি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক মাদ্রাসা থাকলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ উপজেলা খুব পিছিয়ে আছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতাই প্রধান সমস্যা। এছাড়া জরাজীর্ণ ভবন, ভাঙ্গাচুরা আসবাবপত্র, সল্প ও অনুপযোগী শিক্ষাপোকরণ সব মিলে এক প্রতিকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকার ফলে উপজেলার সব শ্রেণীর শিক্ষা প্রসারে চরম বিঘ্ন ঘটছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক মাদ্রাসাগুলোতে চেয়ার-বেঞ্চ, টেবিলের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মাটিতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে।

যোগাযোগ

এ উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাস্তা-ঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণের অগ্রগতি মন্থর। উপজেলার ইউনিয়নগুলো থেকে সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই করুন। পায়ে হেটে অথবা বাই-সাইকেলে করে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। জেলা সদর ও রাজধানী ঢাকার সাথে একমাত্র সড়ক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্ষার মওসুমে কাঁচা রাস্তাগুলোর বেশীর ভাগই বৃষ্টির পানিতে প্লাবিত হয়ে যাওয়ার ফলে ভেঙ্গেচুরে যানবাহন ও মানুষের ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

বিদ্যুৎ

এ উপজেলায় অতিরিক্ত লোডশেডিং-এর জন্য নিয়মিত বিদ্যুৎ থাকে না। প্রতিদিন বিদ্যুৎ না থাকা একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে ছোট ছোট মিলকারখানা ও অফিস-আদালত এবং দোকানপাটের অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছেছ। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দারুণ অসুবিধা হচ্ছে।